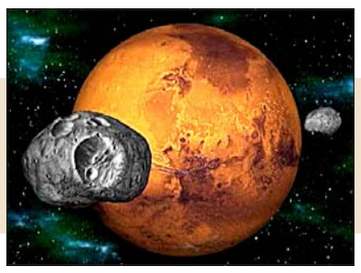

ফোবোস ও ডিমোস

মঙ্গল গ্রহের দুটি উপগ্রহ

পড়াশোনা
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৫ নভেম্বর ২০১৭ সাত

প্রস্তুতি

বিষয় ঃ শিক্ষা

উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতকস্তরের শিক্ষার্থীদের এডুকেশন বা শিক্ষা বিষয়ে প্রস্তুতি, শিক্ষার অন্তর্গত মনোবিজ্ঞান শাখায় ভালো নম্বর তোলার কৌশল, ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা প্রভৃতি সম্পর্কে পড়াশোনা বিভাগে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন আলিপুরদুয়ার বিএড ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপিকা বীথি সরকার এবং শিলিগুড়ি সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপিকা পায়েল দে সেন

বীথি সরকার
সহকারী অধ্যাপিকা
আলিপুরদুয়ার বিএড ট্রেনিং কলেজ

১) উচ্চমাধ্যমিকে কীভাবে প্রস্তুতি নিলে এডুকেশন বিষয়ে শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করতে পারবে ?

উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা, তোমাদের সিলেবাসে Group-A তে রয়েছে Learning, Mechanism of Learning, Statistics in Education, Group-B তে রয়েছে Historical Development of Education (Post-independence Period), Group-C তে রয়েছে Current issues in Indian Education Group-D তে রয়েছে Education of the 21st Century. তোমাদের মোট MCQ প্রশ্নোত্তর করতে হবে 24টা। Group A, Group B থেকে 18টা আর Group C, D থেকে 6টা। MCQ প্রশ্নোত্তর কমন পাওয়ার জন্য তোমাদের টেস্ট পেপার সমাধান করতে হবে। সঙ্গে অবশ্যই পুরো বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে রাখতে হবে। আর যেটা পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে খাতায় লিখে ফেলতে হবে এবং বইয়ে পেনসিল দিয়ে দাগিয়ে রাখতে হবে।

বিভিন্ন Question Bankও পাওয়া যায় সেগুলো solve করাটাও জরুরি। তোমাদের short answer type প্রশ্ন আসবে 16টা। Group-A, B থেকে 10 নম্বর ও Group-C, D থেকে 6 নম্বর। যখন বিভিন্ন টেস্ট পেপারগুলো solve করবে সেক্ষেত্রে MCQ-এর সঙ্গে সঙ্গে দেখবে S.A Type প্রশ্নও অনেকটাই তৈরি হয়ে গিয়েছে।

এবার যাই গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ দিতে। তোমরা চ্যাপ্টার ধরে ধরে ক্রমানুসারে MCQ, SA Type প্রশ্নোত্তরের খাতা তৈরি করবে। তাতে তোমাদের যেমন অনুশীলনও হয়ে যাবে সঙ্গে ধারণার স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পাবে। আর পরীক্ষার আগের খাতাগুলোর প্রশ্নোত্তর পড়ে গেলে তোমরা 40/40 পেতেই পারো।

তোমাদের 40 নম্বরে Descriptive Type প্রশ্নোত্তর লিখতে হবে তাতে Group A, B থেকে (16+16) = 32, C ও D থেকে (4+4) = 8, মোট 40। এটাতেও তোমরা ভালো নম্বর পেতে পারো যদি তোমাদের ধারণা স্বচ্ছ হয়, যদি তোমাদের অনুশীলনে অধ্যবসায় ও মনোযোগ থাকে। যে বিষয়গুলো তোমাদের বেশি জটিল ও কঠিন মনে হচ্ছে যেমন ধরো অনেকেরই Mechanism of Learning ও Statistics in Education এ সমস্যা হতে পারে, তারা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নিজের দ্বন্দ্বগুলোকে বুঝে নিয়ে অনুশীলন করবে। আর অবশ্যই কঠিন বিষয়বস্তু মনোযোগ দিয়ে পড়ে সেটার প্রশ্নোত্তর বিভিন্ন Reference Book গুলো দেখে নিয়ে তৈরি করে ফেলবে এবং point লিখে লিখে মনে রাখার চেষ্টা করবে। সঙ্গে প্রশ্নোত্তর লেখার সময় সূচনা, বিশ্লেষণ ও উপসংহার এই নমুনা ব্যবহার করবে। মন দিয়ে পড়াশোনা করলে আর একাগ্রতা থাকলে তোমাদের ভালো নম্বর পাওয়া থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না।

২) অনেক শিক্ষার্থী জানিয়েছেন তারা সাইকোলজি ভালোভাবে বুঝতে পারছে না, কীভাবে চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীরা সাইকোলজি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারবে ?

মনোবিদ্যা (Psychology) বিষয় সময়ের সঙ্গে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন কলেজ, স্কুলে শিক্ষার্থীরা বিষয় হিসেবে Psychology paper কে বেছে নিচ্ছে তার কারণগুলি হল প্রথমত, 'মনোবিজ্ঞান' শব্দটি থেকেই আমরা বলতে পারি মনের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ। আর মন নিয়ে মনুষ্যপ্রজাতির কৌতূহলের অন্ত নেই। 'মনোবিজ্ঞান' বিষয় অধ্যবসায় এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিবিড় পঠন করলে শিক্ষার্থীরা মানুষের আত্মা, মন, চেতনা, সর্বোপরি মানুষের বিভিন্ন রকম ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক কারণগুলোকে অনুধাবন করতে পারবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধনাত্মক, ঋণাত্মক দিকগুলোকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন তত্ত্বগুলোকে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করে মানকল্যাণের নিমিত্তে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে।

তোমাদের কঠিন ও ভালো না লাগার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলব, মনে রাখবে ভালোলাগা থেকে ভীতি দূর হয়ে যায়। তোমরা যদি মনোবিজ্ঞান বিষয়কে ভালোবেসে পড়ো, মন দিয়ে পড়ো, বিষয়টিতে একটু সময় দাও-দেখবে তোমাদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। অবশ্যই যে তত্ত্বগুলো দুর্বোধ্য, সেগুলো বোঝার জন্য তোমরা শিক্ষক বা শিক্ষিকার সাহায্য নিতেই পারো। এতে তোমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা শিক্ষকের সহায়তায় আরেকটু সমৃদ্ধি লাভ করবে। মনোবিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা আয়ত্ত করার পর ধীরে ধীরে কঠিন ও জটিল বিষয়বস্তুর দিকে অগ্রসর হবে। আমি তোমাদের পরামর্শ দেব যে বিষয়ের যে অংশ সবথেকে বেশি ভালো লাগে সেটা দিয়ে শুরু করবে।

মনোবিজ্ঞানে অনেক কিছু রয়েছে যেমন ধরো Theories of Learning বা শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বালোচনা। সেখানে তোমরা Classical Conditioning, Operant Conditioning এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যগুলোকে খুঁজে বার করো দেখবে খুব সোজা হয়ে যাবে। তারপর ধরো Intellegince পড়ছ। ওখানে একটা চার্ট পাবে যেখানে IQ অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ রয়েছে, সেই চার্টটা ঝটপট পড়ে ফেলো। খুব তাড়াতাড়ি তোমরা Gifted, Normal, Weak এবং Abnormal child শনাক্ত করতে পারবে। এমন অনেক কিছু মনোবিজ্ঞানে রয়েছে যেগুলো একেবারে দুর্বোধ্য, সেগুলোকে খাতায় লিস্ট করে শিক্ষকের সাহায্য নেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের সন্দেহ দূর করে বুঝে নিয়ে ঘরে বসে মনোযোগ সহকারে লিখে পড়ে নেবে। দেখবে অনেকটাই বুঝে গিয়েছ এবং লিখতেও পারছ।

শেষে বলব সাইকোলজি প্রচণ্ড মজাদার বিষয়। ভয় না পেয়ে আনন্দ নিয়ে পড়ো দেখবে খুব ভালো লাগছে। অনেক কিছু নতুন জানতে পারছো। নিজের পারিপার্শ্বিক এবং নিজের মধ্যেও সাইকোলজি বিষয় থেকে অনেক কিছু শনাক্তকরণ ও অনুধাবন করতে পারবে।

জানতে চেয়েছে ঃ
শ্রীমন্ত রায়
গাডাং হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি
স্নিগ্ধা রায়, গোসানিমারী হাইস্কুল, কোচবিহার

১) এডুকেশন অনার্স নিয়ে পড়লে ভবিষ্যতে কী কী কাজের সুযোগ আছে ?

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান এখন ততটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে পারি। কেউ যদি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করে তবে ভবিষ্যতে তিনি যেমন অধ্যাপনার ও শিক্ষকতার কাজ করতে পারবেন তেমনি অন্যদিকে শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ও অধ্যাপনা করতে পারবেন। এছাড়াও তিনি স্কুল পরিদর্শকের ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীরা মনোবিদ্যার বিষয়টি আলাদা করে পড়তে পারে এবং ভবিষ্যতে পরামর্শদানকারী ও নির্দেশনায় কাজ করতে পারবেন। এছাড়া শিশু মনোস্তাত্ত্বিক হিসাবেও কাজ করতে পারবেন। এবং শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিদ্যার যেকোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন।

২) যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা এডুকেশন অনার্স নিয়ে পড়ছে, তারা কীভাবে প্রস্তুতি নিলে সফলতা লাভ করবে ?

প্রথমেই বলি শিক্ষাতত্ত্ব বা শিক্ষাবিজ্ঞান ভীষণ মজাদার এবং তত্ত্ব নির্ভর বিষয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিক্ষার্থীরা বিষয়টিকে পড়তে গিয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার মূল কারণ হল – প্রথমত, তারা জানেই না তাদের পাঠ্যক্রমে কী কী পাঠ্যসূচী রয়েছে। কতগুলো বাঁধাধরা নোট মুখস্থ করে ভালো ফল লাভ করতে চেষ্টা করে। আর সেটাই হল সব থেকে ভুল পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের ভালো ফল লাভের জন্য পাঠ্যক্রমের প্রতিটি বিষয়কে খুঁটিয়ে পাঠ্যবই থেকে পড়তে হবে। প্রয়োজনে প্রচুর রেফারেন্স বই ব্যবহার করতে হবে। আর বিগত বছরের প্রশ্নের উত্তরগুলিকে সমাধান করতে হবে।

পায়েল দে সেন
সহকারী অধ্যাপিকা, সূর্য সেন কলেজ, শিলিগুড়ি।

অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই মনোবিদ্যার বিষয়গুলিকে না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতা থাকে। সেটি কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষার্থীদের মনোবিদ্যার বিষয়গুলিকে শিক্ষকের কাছ থেকে ভালো করে বুঝে নিয়ে তারপর অধ্যয়ন করতে হবে। সবশেষে বলব, সমস্ত পাঠ্যক্রমকে খুঁটিয়ে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। আর যেকোনো বিষয়কেই পড়ার পর সেটি খাতায় লিখে পড়ার অভ্যাস করতে হবে।

দ্বাদশ শ্রেণি ■ ইতিহাস

ঠান্ডা লড়াইয়ে তাত্ত্বিক ভিত্তি

সুশান্ত মিত্র, শিক্ষক
পূর্ব বাতাবাড়ি সিএম উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ), চালসা, জলপাইগুড়ি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত একটি বিষয় হল Cold War বা ঠান্ডা লড়াই। ঠান্ডা লড়াই বলতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি প্রধান শক্তির মধ্যে এক ধরনের স্নায়ুযুদ্ধকে বোঝানো হয়ে থাকে। সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পরিবর্তে Proxy-র মাধ্যমে বিভিন্ন কেন্দ্র একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ঠান্ডা লড়াই-কে 'আশঙ্কাপূর্ণ এবং তিক্ত আন্তর্জাতিক শান্তি' বলে উল্লেখ করেছেন। এইরূপ অভিনব একটি বিষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল এবং বিতর্কের ফলশ্রুতি হিসাবে ঠান্ডা লড়াই-এর একটি স্বতন্ত্র ইতিহাসও গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে বিভিন্ন ধারা পরিলক্ষিত হয়। এই বিভিন্ন ধারাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল –

১) রক্ষণশীল বা ঐতিহ্যগত মতামত (Orthodox or Traditional View) : এটি ঠান্ডা লড়াইয়ের Subjectivist ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যায় সোভিয়েত পক্ষ ও মার্কিন পক্ষের দ্বন্দ্বে আদর্শের বৈপরীত্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একে অনেকে চিরায়ত ভাষ্য বা Traditional interpretation বলে থাকেন। এই ব্যাখ্যায় যুক্ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁদের বিশ্লেষণ উল্লেখের দাবি রাখে, তাঁরা হলেন হার্ভার্ড ফাইজ আর্থার শ্লেসিংজার, হান্সজে, মর্গেনহাও। এঁদের মূল বক্তব্য হল—সম্প্রসারণের একটি অপ্রতিরোধ প্রবণতা সোভিয়েত আদর্শবাদের মধ্যেই ছিল। এই কারণে পূর্ব ইউরোপের ব্যাপারে স্ট্যালিন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সঙ্গে কোনোরকম আপস করতে রাজি হননি। ফলে ইয়াল্টা, পটসডাম প্রভৃতি সম্মেলনে অন্যান্য নানান বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের সম্পর্কিত বিষয়কে কেন্দ্র করে কোনো কোনো আপস মীমাংসার বা বোঝাপড়ার সম্ভাবনা সম্ভবপর হয়নি।

উইনস্টন চার্চিলের 'The Second World War', হার্বার্ট ফিস রচিত 'Churchill, Roosevelt and Stalin' জর্জ কেন্নানের 'American Diplomacy' প্রভৃতি গ্রন্থে সোভিয়েত বিস্তারনীতিকে ঠান্ডা লড়াইয়ের উন্মেষে দায়ী করা হয়েছে। এছাড়া সোভিয়েত বিস্তারনীতির মূল উদ্দেশ্য সাম্যবাদের প্রসার ও পুঁজিবাদী সমাজের সংকোচন। প্রাক্তন সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাকিসম লিটভিনভও মন্তব্য করেছিলেন যে, ঠান্ডা লড়াইয়ের অন্তর্নিহিত কারণ হল আদর্শবাদী ধ্যানধারণা। বস্তুতপক্ষে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনীতিতে যে দ্বিমেরুকরণ শুরু হয় তার চরিত্র হল আদর্শগত সংঘাত। দুটি পরস্পর বিরোধী জীবনচর্চা একে অন্যের সঙ্গে আপসহীন সংঘাতে লিপ্ত হয়।

২) সংশোধনবাদী মতামত (Revisionist View) : উপরোক্ত ব্যাখ্যার সংশোধন করতে চায় সংশোধনপন্থী বা Revisionist-রা। আদর্শের লড়াই নিছকই বাইরের একটা লোকদেখানো ব্যাপার, বৈধতা নির্মাণের কৌশল মাত্র, আসলে এটা ছিল একটা রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার আন্তঃরাষ্ট্রিক সঞ্চায়ন। এই হল ওয়াল্টার লিপম্যান বা ডি.এফ.ফ্লেসিংয়ের মতো সংশোধনপন্থীদের মত। এই জাতীয় ব্যাখ্যা যাঁরা প্রদান করেন, তাঁদের মধ্যে G.Alperovtiy, Gabriel Kolko, William Appleman Williams, Walter Lafeber প্রমুখ ঐতিহাসিকদের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের মূল বক্তব্য হল--সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্প্রসারণশীল নীতি নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী

নীতি ঠান্ডা লড়াই এর সূত্রপাত করেছিল। Kolko-এর মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তির জন্য নয়। এই অস্ত্র প্রয়োগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রতিপক্ষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলতে চেয়েছিল।

এই ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপেক্ষা ধনী রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হয় ও তারা তাদের অর্থ ও সম্পদকে ব্যবহার করে তাদের আধিপত্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হলে স্বাভাবিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের মধ্যে ভীতি ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। এই আশঙ্কাজনিত মানসিকতা Cold War বা ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিস্থিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

৩) বাস্তবধর্মী মতামত (Objective View) : এর পাশাপাশি আছে ঠান্ডা লড়াইয়ের Objectivist ব্যাখ্যা। Objectivist ব্যাখ্যাগুলিকে internalist, inter-systematic এবং realist এই কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে। Internalist পন্ডিতরা বলেন, আদর্শের কথা একটি অজুহাত মাত্র, বড়ো রাষ্ট্রগুলো জোর করে নিজেদের কিছু অঞ্চল তৈরি করবার জন্য আর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপকে কমিয়ে আনার জন্যই ঠান্ডা লড়াইয়ে নেমেছিল। Inter-systemist-রা রাজনৈতিক ভিন্নতার চাইতেও দুই গোষ্ঠীকাঠামোর বৈপরীত্যের ওপর গুরুত্ব দেন বেশি। ফ্রেড হ্যালিডে ঠান্ডা লড়াইয়ের বিশ্লেষণই দিয়েছেন inter--systemic conflict। আর মরগ্যানথো বা হ্যালে-র মতো Realist রা ঠান্ডা লড়াইকে মূলত ক্ষমতার রাজনীতি আর শক্তিসাম্যের সংকট থেকে উদ্ভূত একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্য করেন।

৪) ভিয়েতনাম যুদ্ধের উত্তরপর্বের ব্যাখ্যা (Post Vietnam Revisionist View) : এই পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি অভিলেখ্যাগার গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত করা হলে ঠান্ডা লড়াই-এর ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একদল গবেষক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা নেন। এই জাতীয় প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে Cold War বা ঠান্ডা লড়াই ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন হয়। এই ধারার মূল প্রবক্তা হলেন জন লুইস গ্যাডিস। এঁদের বক্তব্যের মূল বিষয় হল-Cold War বা ঠান্ডা লড়াই কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের আগ্রাসী কার্যকলাপের ফলশ্রুতি ছিল না। বস্তুতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যে বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দৃষ্টি হয়েছিল, সেই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পর পরস্পরের পদক্ষেপ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠলে ক্রমশ উভয়পক্ষে তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দুর্ভাগ্যবশত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে কতকগুলি সংকটের সৃষ্টি হলে উভয় শক্তিজোটের মধ্যে ভীতিজনিত মানসিকতা আরও সমস্যার সৃষ্টি করে।

সুতরাং ঠান্ডা লড়াই কেবল আদর্শের ছিল না, আবার আদর্শ একেবারে অনুপস্থিত ছিল তাও নয়, এ ছিল আসলে আদর্শ আর অনাদর্শের লড়াই।

REPORT WRITING

সুদীপ্ত আচার্য, শিক্ষক
বাঁধনবগ্রাম গান্ধি বিদ্যাপীঠ
বোলপুর, বীরভূম

'Report' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল–বিবরণ বা কোনো কিছু বিবৃত করা। মাধ্যমিক সিলেবাসে অন্তর্গত Report Writing দুই ধরনের হয়-Newspaper Reporting এবং Event Reporting। দুই ধরনের Report Writing-এর মূল বক্তব্যটুকু মোটামুটি একই। দুইক্ষেত্রেই কোনো না কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার বিবরণ দিতে হয়।

তবে Format-এর দিক থেকে কিছুটা হলেও পার্থক্য থেকে যায়। এখন দেখে নেওয়া যাক এই দুই ধরনের Reporting আসলে কী ?

1. Newspaper Reporting : যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা বা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বিশেষ কোনো সামাজিক ঘটনা সংবাদ আকারে পরিবেশন করাকেই Newspaper Reporting বলা হয়ে থাকে।

2. Event Reporting : আমাদের বিদ্যালয়ে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে বা পাড়ার ক্লাবে কোনো অনুষ্ঠানের বিবরণ পরিবেশন করাকেই Event Reporting বলা হয়।

এই দুই ধরনের Reporting লেখার কিছু সাধারণ নিয়মাবলি ঃ

1. Headline : Headline বা শিরোনামটি হবে মূল Reportingটির সারার্থ। অর্থাৎ Headlineটির মধ্যে যেন Reportingটির একটি প্রতিফলন ঘটে। মনে রাখতে হবে যে, কোনো Story Writing-এর Title আর Report Writing-এর Headline এক নয়। অর্থাৎ এমন কোনো নিয়ম নেই যে, Headlineটি দু-একটি শব্দের মধ্যে লিখতে হবে। বাক্য আকারে Headline লেখা যায়। আরও মনে রাখতে হবে যে, Reportingটি Past Tense-এ লিখতে হলেও Headline কিন্তু Past ও Present উভয় Tense এ হতে পারে। এবার উদাহরণস্বরূপ কিছু Headline তোমাদের সুবিধার্থে দিলাম- 'Australia beats England'/'England beaten by Australia' (Recent past), 'Tiger Woods leading in US Open'/'Cyclone heading for Andhra' (Happening now), 'Tendulkar to play again' (Future).

2. Name of the Reporter : Headline এর ঠিক নীচে (অনেক Reference Book-এ Reporting-এর শেষেও দেওয়া থাকে, যদিও আমি বলব Practically উপরে দেওয়াটাই শ্রেয়) Reportingটির লেখকের নামটা দিতে হয়। যেমন-'by a staff reporter/by a local correspondent/by a special correspondent' (এগুলো শুধুমাত্র Newspaper Reporting-এর ক্ষেত্রে) অথবা 'by ..... your own name .....(Event Reporting এবং Newspaper Reporting উভয় ক্ষেত্রেই)।

3. Place and Date : এরপর মূলত Newspaper Reporting-এর ক্ষেত্রে Place এবং Date দিয়ে Reportingটি শুরু করতে হবে। Event Reporting-এর ক্ষেত্রে Place এবং Date বাধ্যতামূলক নয়। (Siliguri, Nov 3)

4. Content of the Reporting : Reporting-এর ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখতে হবে-

(i) Reportingটি সর্বদা Past Tense-এ লিখতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে Present Tense ব্যবহার করা যায়।

(ii) Active এবং Passive দুই Voice এ লেখা যায়।

(iii) তবে দুই Voice এ লিখতে গিয়ে কিছু ভুল তোমরা করে ফেল। সেই জায়গাগুলো সজাগ থাকতে হবে। যেমন, 'Die' কখনো Passive হয় না, সর্বদা Active Voice-এ হবে। ('Five People were died' নয়, এটা হবে 'Five people died')। আবার 'Injury' সর্বদা Passive Voice এ লিখতে হয়-'Ten people were injured'। কোনো দুর্ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে লিখতে গিয়ে তোমরা প্রায়ই এই ভুলটা কর যে, 'Accident was taken place/happened/occured', কিন্তু এটা লিখতে হবে 'Accident took place/happened/ocured'।

(iv) Reporting লেখা শুরু করতে গিয়ে তোমরা অনেকেই প্রথমেই দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়ে শুরু কর। কিন্তু আমি বলব, Reporting লিখতে গিয়ে শুরুতেই দুর্ঘটনার Casualty বা হতাহত দিয়ে শুরু করবে। কারণ কোনো Reporting-এর প্রতি পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করতে গেলে প্রধান বক্তব্যটুকু প্রথমেই তুলে ধরতে হবে।

(v) Reporting লেখার সময় ক্ষেত্রবিশেষে Direct Speech ব্যবহার করবে।

(vi) সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তোমার সংবাদ পরিবেশনটি যেন পাঠকের কাছে মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

পাশে দুই ধরনের Reportingই উদাহরণে স্বরূপ তোমাদের জন্য তুলে ধরলাম।

Newspaper Reporting :-

Tribute to the rebel Poet

By Sudipta Acharya

A cultural function to honour the memory of Kazi Nazrul Islam was held in our school on 25th May, 2017 at 12 noon onwards in the school auditorium. Sri Molay Mitra, a noted academician and Nazrul scholar, graced the occasion as the chief guest. Sri Shyamal Bhattacharya, the headmaster of the school and Molay Mitra, the chief guest lighted the ceremonial lamp of the function. Sri Shyamal Bhattacharya welcomed everybody and reminded the audience of the great legacy of Nazrul Islam. Sri Molay Mitra spoke at length on Nazrul's life and works. He also urged the students to draw inspiration from Nazrul's great spirit. Thereafter there were several songs and recitations. The song 'Karar oi Louha kapat' by Naimul Haque and the poem 'Samyobad' by Lipika Ghosh Kept everybody spellbound. Then, Bapan Das, the assistant headmaster delivered the vote of thanks. The function was over at around 3 pm.

Event Reporting :-

A fatal road accident claims five lives

By a staff reporter

Siliguri, Nov 3 : Yesterday, five people including a child died and ten others were injured when a fatal street accident took place at Byepass more at about 2.30 PM. According to the eye-witnesses, a Siliguri bound bus loaded with passengers was running at a breakneck speed and fell into a road side ditch losing its control. Local people rushed to the spot and rescued the trapped passengers. The injured passsengers were taken to the nearby hospital among whom five were declared dead including a child of 8. Among the injured ones, three were let off after the first-aid and the rest were admitted due to their serious condition. Police rushed to the spot after half an hour and took control of the situation. Local people showed their mass agitation in demand of installing barricade on the both sides of the road. The District Magistrate assured them of fulfill their demands as early as possible saying. 'We have alreay decided to install the barricade but this mishap has taken place before that.' A Compensation of Rs. 5 lakhs each was announced to be given to the relatives of the deceased and Rs. 2 lakhs each to the injured. Normalcy was restored after two hours.

কৌস্তুভ দেসরকার, শিক্ষক
শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুল
(উচ্চমাধ্যমিক), উত্তর দিনাজপুর

স্নেহের ছাত্রছাত্রী তোমরা অনেকেই ভুল করো অথবা ভুলে যাও যে বাংলার গভর্নর থেকে গভর্নর জেনারেল, তারপর ভারতের গভর্নর জেনারেল, তারপর ভাইসরয়-এই পদগুলি পরপর কীভাবে এল এবং প্রথম বা শেষ হিসেবে কে কে এই পদগুলিতে ছিলেন। আজকে তোমাদের সামনে একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরলাম, যা মনে রাখলে তোমাদের সারাজীবনের জন্য কাজে লাগবে। মনে রেখো–

১৭৭৩ সালে 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' অনুযায়ী বাংলার গভর্নর হলেন বাংলার গভর্নর জেনারেল। বাংলার শেষ গভর্নর ছিলেন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনিই হলেন বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল। কাজেই–

বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল – লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস

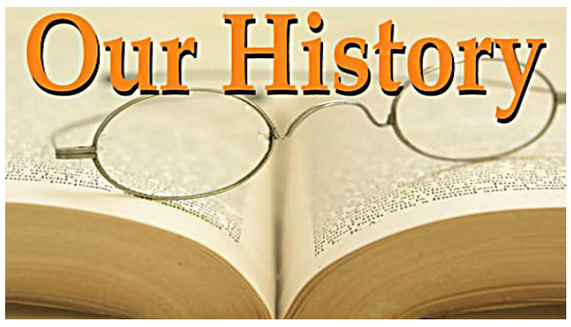

বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড – উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

১৮৩৩ সালে 'চার্টার অ্যাক্ট' অনুসারে বাংলার গভর্নর জেনারেল হলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল। বাংলার শেষ গভর্নর ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। তিনিই হলেন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল। কাজেই–

ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল – লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল – লর্ড ক্যানিং।

১৮৫৮ সালে মহারানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুসারে ভারতের গভর্নর জেনারেল হলেন ভারতের ভাইসরয়। ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং। তিনিই হলেন ভারতের প্রথম ভাইসরয়। কাজেই–

ভারতের প্রথম ভাইসরয় – লর্ড ক্যানিং

ভারতের শেষ ভাইসবয় – লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

স্বাধীন ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় – চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী।

ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের পাঠ্য বিষয়ে অসুবিধা বা প্রস্তুতিজনিত যে কোনো সমস্যার সম্পর্কে জানাতে পারো। সঙ্গে তোমাদের নাম, শ্রেণি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলার নাম লিখবে। ***E-mail : porasona.ubs@hotmail.com***